মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৩

(১)অতঃপর হযরত ইসা আ. জনতা ও তাঁর সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, (২)“আলিম ও ফরিসিরা নিজেরাই হযরত মুসা আ.র আসনে বসে আছে। (৩)সুতরাং তারা যা-কিছু বলে, তোমরা তা পালন করো এবং তার অনুগামী হয়ো; কিন্তু তারা যা করে, তোমরা তা করো না; কারণ তারা যা শিক্ষা দেয় তা তারা নিজেরাই পালন করে না। (৪)তারা ভীষণ ভারি ভারি বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয় কিন্তু সেগুলো সরানোর জন্য নিজেরা একটি আঙুলও নাড়াতে চায় না। (৫)তারা যা-কিছু করে তার সবই লোক দেখানো। তারা তাদের পাককিতাবের আয়াত লেখা তাবিজগুলো বড়ো করে তৈরি করে এবং ঝালরগুলো লম্বা রাখে। (৬)তারা ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় ও সিনাগোগের প্রধান আসনে বসতে, (৭)হাটে বাজারে সালাম পেতে এবং লোকের মুখে ওস্তাদ বলে ডাক শুনতে ভালোবাসে।

(৮)কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে ওস্তাদ বলে ডাকতে দিয়ো না; কারণ একজনই আছেন তোমাদের ওস্তাদ আর তোমরা সকলে ভাই ভাই। (৯)পৃথিবীতে কাউকেই প্রতিপালকের আসন দিয়ো না; কারণ তোমাদের প্রতিপালক একজনই, আর তিনি বেহেস্তে আছেন। (১০)তোমরা নিজেদের ওস্তাদ বলেও ডাকতে দিয়ো না; কারণ একজনই তোমাদের ওস্তাদ, তিনি মসিহ। (১১)তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো, তাকে তোমাদের সেবাকারী হতে হবে। (১২)যারা নিজেদেরকে বড়ো করে,

তাদেরকে ছোটো করা হবে এবং যারা নিজেদেরকে ছোটো করে, তাদেরকে বড়ো করা হবে।

(১৩)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা মানুষের সামনে বেহেস্তি রাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখো।

তোমরা নিজেরা তাতে ঢোকো না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে, তাদেরকেও ঢুকতে দাও না। (১৫)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! একটিমাত্র লোককে ইহুদি ধর্মে আনার জন্য তোমরা সাগর-স্থল চষে বেড়াও; আর যখন সে ইহুদি হয়, তখন তোমরা তাকে তোমাদের চেয়েও দ্বিগুণ জাহান্নামি করে তোলো।

(১৬)অন্ধ নেতার দল, লানত তোমাদের ওপর! তোমরা বলে থাকো, বায়তুল-মোকাদ্দসের নামে কেউ কসম খেলে কিছুই হয় না কিন্তু কেউ যদি বায়তুল-মোকাদ্দসের সোনার নামে কসম খায়, তাহলে সে সেই কসমে বাঁধা পড়ে। (১৭)মূর্খ ও অন্ধের দল, কোনটি বড়ো, সোনা নাকি বায়তুল-মোকাদ্দস, যা সেই সোনাকে পবিত্র করেছে?

(১৮)তোমরা একথাও বলে থাকো, 'যে-স্থানে কোরবানি দেয়া হয়, সেই স্থানের নামে কেউ কসম খেলে কিছুই হয় না কিন্তু যদি কেউ সেই স্থানে রাখা দানের নামে কসম খায়, তাহলে সে সেই কসমে বাঁধা পড়ে। (১৯)কি অন্ধ তোমরা! কোনটি বড়ো, সেই দান নাকি সেই স্থান, যা সেই দানকে আল্লাহর জন্য আলাদা করে রাখে?

(২০)সুতরাং কোরবানির স্থানের নামে যে কসম খায়, সে সেই স্থান এবং তার ওপরের সবকিছুর নামেই কসম খায়।

(২১)আর বায়তুল-মোকাদ্দসের নামে যে কসম খায়, সে বায়তুল-মোকাদ্দসের এবং তার ভেতরে যিনি বাস করেন, তাঁর নামেও কসম খায়। (২২)যে বেহেস্তের নামে কসম খায়, সে আল্লাহর আরস এবং যিনি তার ওপর বসে আছেন, তাঁর নামেই কসম খায়।

(২৩)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকো কিন্তু শরিয়তের আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ন্যায়নীতি, দয়ামায়া ও ইমান ত্যাগ করেছো। অন্যান্যগুলোকে ত্যাগ না করে বরং এগুলো তোমাদের পালন করা উচিত ছিলো।

(২৪)অন্ধ নেতার দল! একটি ছোট্ট মশাও তোমরা ছাঁকো অথচ উট গিলে ফেলো! (২৫)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর!

কারণ তোমরা থালাবাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকো অথচ সেগুলোর ভেতরটা লোভ ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ। (২৬)অন্ধ ফরিসির দল, আগে থালাবাটির ভেতরটা পরিষ্কার করো, তাহলে তার বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

(২৭)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো- যার বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্তু ভেতরটা মৃতের হাড়গোড় ও সবরকমের ময়লা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ। (২৮)ঠিক সেভাবে বাইরে তোমরা লোকদের চোখে দীনদার বলে গণ্য হও কিন্তু তোমাদের ভেতরটা ভন্ডামি ও অধর্মে পূর্র্ণ।

(২৯)ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা নবিদের কবর গেঁথে তোলো এবং ওলি-আউলিয়াদের কবর সাজিয়ে থাকো। (৩০)তোমরা বলে থাকো, ‘আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে বেঁচে থাকতাম, তাহলে নবিদের রক্তপাতের জন্য তাদের সঙ্গী হতাম না।’ (৩১)এভাবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, নবিদের যারা হত্যা করেছে, তোমরা তাদেরই বংশধর।

(৩২)অতএব, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করো। (৩৩)সাপের দল, কালসাপের জাত! কীভাবে তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবে?

(৩৪)এজন্য আমি তোমাদের কাছে নবি, জ্ঞানী এবং আলিমদের পাঠাচ্ছি, তাদের মধ্যে কাউকে তোমরা হত্যা ও সলিববিদ্ধ করবে, কাউকে তোমাদের সিনাগোগের ভেতর চাবুক মারবে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে তাড়া করে ফিরবে।

(৩৫)এজন্য নির্দোষ হাবিল থেকে শুরু করে জাকারিয়া ইবনে বারাখি- যাকে পবিত্র স্থান ও কোরবানির স্থানের মাঝখানে হত্যা করেছিলে- এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো দীনদার লোকের রক্ত ঝরেছে, তোমরাই সেসব রক্তের জন্য দায়ী হবে। (৩৬)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই সবকিছু এ-কালের লোকদের ওপরেই পড়বে।

(৩৭)জেরুসালেম! হায় জেরুসালেম! তুমি নবিদের হত্যা করে থাকো এবং তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথর মেরে হত্যা করে থাকো। মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নিচে জড়ো করে, সেভাবে আমিও তোমার সন্তানদের কতোবার আমার কাছে আনতে চেয়েছি কিন্তু তুমি রাজি হওনি। (৩৮)দেখো,

তোমার ঘর তোমার সামনেই খালি অবস্থায় পড়ে থাকবে। (৩৯)আমি তোমাদের বলছি, যে-পর্যন্ত না তোমরা বলবে, ‘মালিকের নামে যিনি আসছেন তিনি রহমতপ্রাপ্ত,’ সে-পর্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না।”